বরিশালে মেয়র প্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীর উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি

ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন এবং ব্যর্থ নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগের আহ্বান

বরিশালসহ তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দুর্নীতি ও মেয়র প্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীসহ দলের নেতাকর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা প্রতিবাদে ৩১ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবে বাসদের বিক্ষোভ সমাবেশ

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বাসদের মেয়র প্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীসহ দলের নেতাকর্মীদের ওপর সরকার দলীয় প্রার্থীর সমর্থকদের সন্ত্রাসী হামলা, ভোটকেন্দ্র দখলে করে ব্যালট পেপারে নৌকা মার্কায় সিল মারা, জালভোট প্রদান, ভোট কেন্দ্র থেকে বাসদসহ বিরোধী সকল প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের জোরপূর্বক বের করে দেয়া, সিলেটে ভোটারদের ওপর গুলিবর্ষণসহ তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ঘটানো ও নির্বাচন কমিশনের নির্লজ্জতা-ব্যর্থতার প্রতিবাদে এবং ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ব্যর্থ কমিশনের পদত্যাগের দাবিতে বাসদের উদ্যোগে ৩১ জুলাই '১৮ দেশব্যাপী পালিত প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ ঢাকা মহানগর কমিটির আহ্বায়ক বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, জুলফিকার আলী ও শম্পা বসু। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টনে গিয়ে শেষ হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্র নিজেদের দখলে নিয়ে ভোটারদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দিয়ে বাইরে লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়রের সব ব্যালটে নৌকা মার্কা চিহ্নে সিল মেরে নেয়। পরে ভোটারদের বলে শুধু কমিশনারের ব্যালটে ভোট হবে মেয়রের ব্যালট শেষ। বরিশালের সদর গার্লস স্কুলকেন্দ্রে বাসদের মেয়র প্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী হাতেনাতে এইসব ঘটনা ধরে ফেললে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থক সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা করে, তাকে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়ে কিলঘুষি মেরে মারাত্মকভাবে আহত করে। এতে তার বাঁ হাত ভেঙে যায় এবং পায়ের নখ ওপড়ে যায় শরীরের বিভিন্ন স্থানে জমখ হয়। তার সাথে থাকা বরিশাল জেলা বাসদ আহ্বায়ক প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুমন, বদরুদ্দৌজা সৈকত, ইমন, মিথুন চক্রবর্ত্তী, টুম্পা, নীলিমাসহ নেতাকর্মীদের ওপরও হামলা করে তাদেরকে আহত করা হয়। যা গণমাধ্যমও প্রচার করে। এক জন মেয়র প্রার্থীর ওপর এই রকম হামলা নজিরবিহীন ও ন্যক্কারজনক। এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা নির্বাচনী অতীত তামাশায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। এই সময় পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশ বাহিনী নীরব ভূমিকা পালন করে। দায়িত্ব পালনরত রিটার্নিং অফিসারের সামনে এঘটনা ঘটলেও তিনি কোন প্রকার প্রতিকারের ব্যবস্থা না দিয়ে শুরুমাত্র তার অসহায়ত্বতার কথা জানায়। পুলিশ ও নির্বাচনী কর্মকর্তারা তাদের স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার না করে ক্ষমতাসীনদের দলীয় বাহিনীর ভূমিকাই পালন করে।

কার্যত এই অবস্থায় ভোটের নামে ভোট ডাকাতির এক নজিরবিহীন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট ছিনতাইকারীদের বাঁধা না দিয়ে বরং তাদের সহায়তা করেছে। ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী তার ভূমিকা ও করনীয় বিষয় প্রশ্ন করলে তারা বিভিন্ন গণমাধ্যমে মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্য দিয়েছে এবং মনীষা সাথে থাকা কর্মীদের

বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে–তিনি বহিরাগতদের নিয়ে বুথে ঢুকে বিশৃঙ্খলা করেছেন। পুলিশ ও নির্বাচন কমিশন মিলে যে তামাশার নির্বাচন করছিলো তাকে স্বাভাবিক দেখানোর পরিকল্পিত ছকের দিকে অগ্রসর হলেও জনগণের চোখে ধূলা দেয়া সম্ভব হয়নি। ভোট ডাকাতির চিত্র প্রায় সকল গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

এছাড়া সকালে ভোট শুরু হওয়ার পরই আওয়ামী লীগের কর্মীরা কেন্দ্র থেকে সকল বিরোধী প্রার্থীর এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক তাদের বের করে দিয়ে এই ঘটনার নির্লজ্জ ব্যাখ্যা দেয় যে, বিরোধী কর্মীরা ভোট কেন্দ্রে থাকতে চায়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার গদিতে বসে একের পর এক নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে করতে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্ষমতাসীন দল জনগণের ভোটের অধিকার সম্পূর্ণভাবে হরণ করে নিয়েছে। বর্তমান সরকারের অধীনে জনগণ ভোটের অধিকার পাবে না। নির্বাচন কমিশনও শাসক দলের পক্ষে এই ঘেরা টোপের মধ্যেই আটকে রয়েছে। সব জায়গায় তারা অনেকে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীর ভূমিকা পালন করেছে। ফলে ভোটের অধিকার দিতে ব্যর্থ ও অথর্ব কমিশনের অপসারণ ছাড়া অন্য কোন পথ নাই এবং আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রেখে আগামীতে আর কোন সুষ্ঠু নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই।

নেতৃবৃন্দ জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ভোট ডাকাতদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলে নিজেদের সংবিধান স্বীকৃত ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করার আহ্বান জানান। একই সাথে বরিশালে ডা. মনীষার উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার এবং ব্যর্থ নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি করেন।